সংবাদ

তারিখ 31 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

এসএসসি : কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

পক্ষে-বিপক্ষে দুই গ্রুপ স্মারকলিপি দিয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষার কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নিয়ে দেশব্যাপী অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে ও বিপক্ষের সংগঠনগুলো গতকাল প্রধান উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসকদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

অভিভাবক ফোরামের নেতারা প্রধান উপদেষ্টাকে দেয়া তাদের স্মারকলিপিতে উত্থাপিত ছয় দফায় এ পদ্ধতি বাতিল করার দাবি জানিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে উল্লিখিত ছয় দফা পূরণের জন্য সরকারকে আহ্বান জানান। ছয় দফার মধ্যে আরও রয়েছে– কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি উপযোগী শিক্ষকদের পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ, পুরনো পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে নতুন পদ্ধতির আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা, এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোক্তা ড. মছির উদ্দিনসহ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয়কারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা ও বিশ্ব উপযোগী

প্রশ্ন : পৃঃ ২ কঃ ৬

প্রশ্ন : কাঠামোবদ্ধ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ নিম্নমানের গাইড রচনাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি। ফোরামের আহ্বায়ক আবেদ রাজার নেতৃত্বে গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ স্মারকলিপি দেয়া হয়।

অন্যদিকে, নতুন এ পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়ে ড. সদরুল আমিনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল অভিভাবক ফোরামের নেতারা গতকাল রোববার ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষা নতুন এ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের জন্য দেশের জেলা প্রশাসকদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। স্মারকলিপিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রকে যুগোপযোগী উল্লেখ করে তা বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, নতুন এ পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত না হয়েই শুরু থেকে একটি মহল এ পদ্ধতির বিরোধিতা করে আসছে। তবে সরকার এ পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। নতুন এ পদ্ধতির ব্যাপারে জনগণ যাতে কোনভাবে বিভ্রান্ত না হয়, সে জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরার জন্য স্মারকলিপিতে অনুরোধ জানানো হয়।